# ভেটিভার ঘাস থেকে ব্যাগ, টুপি, মাদুর, চপ্পল তৈরির উদ্যোগ প্রশাসনের

## প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হচ্ছে নদীয়ায়

**বিএনএ, কৃষ্ণনগর:** ভেটিভার ঘাস থেকে ব্যাগ, টুপি, চপ্পল, মাদুর এবার তৈরি হবে নদীয়ায়। পণ্ডিচেরি থেকে ওই সব সামগ্রী তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন সাত মহিলা। প্রশিক্ষিত মহিলারা এবার জেলার অন্যান্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেবেন। নদীয়া জেলা প্রশাসন এরজন্য চারটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করতে চলেছে। নদী ভাঙন রোধে ১০০দিনের প্রকল্পে ভেটিভার ঘাস লাগানোর অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল নদীয়া জেলা প্রশাসন। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'সবুজায়ন'। ২০১৫ সালের ২৩ নভেম্বর তেহট্টে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই প্রকল্পের সূচনা করেন। ওই বছরের ডিসেম্বর মাসেই তামিলনাড়ু থেকে ভেটিভার ঘাসের ১২লক্ষ চারা এনে ৭৭টি নার্সারি করা হয়। ওই নার্সারি থেকে এখনও পর্যন্ত সাড়ে তিন কোটি চারা হয়েছে। ভাগীরথী নদীর ভাঙন প্রবণ এলাকার পাড়ে এখনও পর্যন্ত ১৫০ কিমি ভেটিভার ঘাস লাগানো হয়েছে। জেলায় ভাগীরথী, জলঙ্গি, ইছামতি, চূর্ণি নদীর পাড়ে মোট ৭৪৩ কিমি ভেটিভার ঘাস লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ৫০০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা কাজ করছেন। সবুজায়ন প্রকল্পটিকে অভিনব উদ্যোগ হিসেবে চিহ্নিত করে রাজ্য সরকার পুরস্কৃত করেছে। এর জন্য ১৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার হিসেবে পেয়েছে জেলা প্রশাসন। ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে পঞ্চায়েত সম্মেলনে জেলাশাসকের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এবার ভেটিভার ঘাস থেকে ব্যাগ, টুপি, চপ্পল, মাদুর ইত্যাদি তৈরি করবেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। গত ফেব্রুয়ারি মাসে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাত মহিলা পণ্ডিচেরি থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন। জেলা প্রশাসনিক কর্তারা জানান, প্রশিক্ষিত মহিলারা এবার জেলার অন্যান্য সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেবেন। এরজন্য জেলায় চারটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হবে। কৃষ্ণনগর, নাকাশিপাড়া, রানাঘাট ও তেহট্টে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হবে।পণ্ডিচেরি থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসা তেহট্টের পুতুল সরকার বলেন, আগে আমি বাঁশের কাজ করতাম। বাঁশের বিভিন্ন শিল্প সামগ্রী তৈরি করে মেলায় মেলায় বিক্রি করতাম। ভেটিভার থেকে অনেক কিছুই হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরি করা যাবে। এইসব শিল্প সামগ্রীর দামও বেশি। ফলে আয় বাড়বে আমাদের। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অন্যান্য মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেব। অন্যান্য সদস্যরাও স্বনির্ভর হবেন। আরও দুই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শাশ্বতী পাল ও গৌরী বেদ বলেন, পণ্ডিচেরিতে গিয়ে অনেক হাতের কাজ শিখেছি। ভেটিভার ঘাস থেকে অনেক কিছুই তৈরি করা যাচ্ছে। এগুলির এখানের বাজারে চাহিদা থাকবে।জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাত মহিলা পণ্ডিচেরি থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন। ভেটিভার ঘাস থেকে বিভিন্ন হস্তশিল্প সামগ্রি তৈরির প্রশিক্ষণ তাঁরা অন্যান্য সদস্যদের দেবেন। এরজন্য চারটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হচ্ছে জেলায়।

> পণ্ডিচেরি থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসা তেহট্টের পুতুল সরকার বলেন, ভেটিভার থেকে অনেক কিছুই হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরি করা যাবে। এইসব শিল্প সামগ্রীর দামও বেশি।

Bartaman, 20.03.17, Burdwan

পৃষ্ঠা-১১

বর্তমান ২০ শে মার্চ ২০১৭